13815 - জুমার দনিরে সুন্নত ও আদবসমূহ

প্রশ্ন

আমি জানি জুমার দনিরে অনকে ফযলিত রয়ছে। আপনি কি আমাকে কছিু সুন্নত ও আদব জানাতে পারনে যাতে করে এই দনিে আমি সইে আমলগুলো করতে পারি?

উত্তররে সংক্ষপ্তিসার

জুমাবার একটি মর্যাদাপূর্ণ দনি। এই দনিরে মর্যাদার প্রমাণ বহন করে এমন অনকে হাদসি উদ্ধৃত হয়ছে। জুমার দনিরে সুন্নত ও আদবগুলোর মধ্যে রয়ছে জুমার নামায পড়া, সূরা কাহাফ তলোওয়াত করা, বশেি বশেি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রতি দুরুদ পড়া এবং দোয়ায় নমিগ্ন থাকা।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

হ্যাঁ; জুমাবার একটি মর্যাদাপূর্ণ দনি। এই দনিরে মর্যাদার প্রমাণ বহন করে এমন অনকে হাদসি উদ্ধৃত হয়ছে।

জুমাবাররে সুন্নত ও আদবসমূহ:

জুমাবাররে সুন্নত ও আদব অনকে; যমেন:

১। জুমার নামায আদায় করা

আল্লাহ্ তাআলা বলনে: ‘হে ঈমানদারগণ! জুমার দনিে যখন সালাতরে জন্য ডাকা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণরে দকিে ধাবতি হও এবং বচোকনো ত্যাগ কর। এটাই তোমাদরে জন্য কল্যাণকর; যদি তোমরা জানত।ে’[সূরা জুমুআ’ আয়াত: ৯]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) ‘যাদুল মাআদ’ গ্রন্থে (১/৩৭৬) বলনে:

জুমার নামায ইসলামরে অন্যতম তাগদিপূর্ণ ফরয। এটি মুসলমানদরে অন্যতম মহান সম্মলিন। এটি আরাফার সম্মলিন ছাড়া অন্য সব সম্মলিনরে চয়েে মহান ও অধকি আবশ্যকীয়। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে জুমার নামায ছড়েে দয়ে আল্লাহ্ তার অন্তররে উপর মোহর মরেে দনে।[সমাপ্ত]

আবুল জা'দ আদ-দামারি থকেে বর্ণতি (তনিি সঙ্গত্বি পয়েছেলিনে) তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে যে, তনিি বলনে: "যে ব্যক্তি অবহলো করে তনি জুমা ত্যাগ করবে আল্লাহ্ তার অন্তররে উপর মোহর মরেে দবিনে।"[সুনানে আবু দাউদ (১০৫২), আলবানী 'সহহি আবি দাউদ' গ্রন্থে (৯২৮) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

আব্দুল্লাহ্ বনি উমর (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি যে, তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছেনে: তনিি তাঁর মম্বিররে উপর থকেে বলছেনে: "অবশ্যই একদল মানুষ হয়তো জুমার নামায ত্যাগ করা থকেে বরিত থাকবে; নয়তো আল্লাহ্ তাদরে অন্তরগুলোর উপর মোহর মরেে দবিনে; এরপর তারা গাফলিদরে মধ্যে পরগিণতি হয়ে যাবে।"[সহহি মুসলমি (৮৬৫)]

২। দোয়াতে মগ্ন থাকা

এই দনিে দোয়া কবুলরে একটি সময় রয়ছেে ; যদি এই সময়ে কোন বান্দা তার প্রভুকে ডাকে তনিি তার ডাকে সাড়া দনে; ইনশাআল্লাহ্।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার জুমাবাররে কথা উল্লখে করলনে। তনিি বললনে: "তাতে এমন একটি সময় রয়ছেে। কোন মুসলমি বান্দার দাঁড়য়িে নামাযরত আল্লাহ্র কাছে কছিু চাওয়া যদি ঐ সময়ে পড়ে যায়; তাহলে আল্লাহ্ তাকে সটেি দান করনে। তনিি তাঁর হাত দয়িে ঐ সময়টরি স্বল্পতার দকিে ইঙ্গতি করলনে।"[সহহি বুখারী (৮৯৩) ও সহহি মুসলমি (৮৫২)]

৩। সূরা কাহাফ পড়া

আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "যে ব্যক্তি জুমার দনিে সূরা কাহাফ পড়বে তার জন্য দুই জুমার মধ্যবর্তী সময় আলোকতি করে দয়ো হবে।"[মুস্তাদরাকে হাকমে, আলবানী 'সহহিুত তারগীব' গ্রন্থে (৮৩৬) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

৪। বশেি বশেি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রতি দুরুদ পড়া

আওস বনি আওস (রাঃ) থকেে বর্ণতি, তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে যে, তনিি বলনে: "নশ্চিয় তোমাদরে সবচয়েে উত্তম দনি হচ্ছে জুমার দনি। এই দনিে আদম আলাইহসি সালামকে সৃষ্টি করা হয়ছেে। এই দনিে তাঁর রূহ কবজ করা হয়ছেে। এই দনিে শঙ্গিায় ফুঁক দয়ো হবে। এই দনিে বকিট ধ্বনি (মহাপ্রলয়) ঘটবে। তাই তোমেরা আমার প্রতি বশেি বশেি দুরুদ পড়বে। কনেনা তোমাদরে দুরুদ পাঠ আমার কাছে পশে করা হয়। তারা বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কভিাবে আপনার কাছে পশে করা হবে; অথচ আপনি (মরে) পচে গছেনে। তনিি বললনে: নশ্চিয় আল্লাহ্ নবীদরে দহেগুলো খাওয়া মাটরি জন্য হারাম করে দয়িছেনে।"[সুনানে আবু দাউদ (১০৪৭), ইবনুল কাইয়্যমে সুনানে আবু দাউদরে টীকাগ্রন্থে (৪/২৭৩)

হাদসিটকিে সহহি বলছেনে এবং আলবানী ‘সহহি সুনানে আবু দাউদ (৯২৫) গ্রন্থে সহহি বলছেনে]

আউনুল মাবুদ গ্রন্থে বলনে:

জুমার দনিকে খাস করা হয়ছেে যহেতেু জুমার দনি সকল দনিরে নতো এবং মাস্তফা সকল মানুষরে নতো। তাই তাঁর প্রতি দুরুদ পড়ার বশিষেত্ব আছ; যা অন্য কারো জন্য নইে।[সমাপ্ত]

এ সকল মর্যাদা ও ইবাদত সত্ত্বওে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার দনি বা রাতরে জন্য এমন কোন ইবাদত খাস করতে নষিধে করছেনে যা শরয়িতে উদ্ধৃত হয়নি।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে য, তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে য, তনিি বলনে: “তোমেরা অন্য রাতগুলোর মধ্য থকেে জুমার রাতকে কয়িামুল লাইলরে জন্য খাস করে নওি না। এবং অন্য দনিগুলোর মধ্য থকেে জুমার দনিকে রোযা রাখার জন্য খাস করে নওি না। যদি তোমোদরে কারো রোযা রাখার অভ্যাস থাকে সটো ছাড়া।’[সহহি মুসলমি (১১৪৪)]

সানআনী ‘সুবুলুস সালাম’ গ্রন্থে বলনে:

“হাদসি প্রমাণ করে য, জুমার রাতকে কোন ইবাদতরে জন্য কংিবা অভ্যাসে নইে এমন কোন তলোওয়াতরে জন্য খাস করা হারাম। তবে দললিে যা উদ্ধৃত হয়ছেে যমেন সূরা কাহাফ পড়া; সটেি ছাড়া...।”[সমাপ্ত]

ইমাম নববী বলনে:

“এই হাদসিে সুস্পষ্ট নষিধোজ্ঞা রয়ছে: অন্য রাতগুলোর মধ্য থকেে জুমার রাতকে নামাযরে জন্য খাস করা থকেে এবং জুমার দনিকে রোযার জন্য খাস করা থকেে। এটি মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত।”[সমাপ্ত]

তনিি আরও বলনে:

“আলমেগণ বলনে: সইে দনিে বশিষে রোযা রাখতে নষিধোজ্ঞার গূঢ়রহস্য হলো: জুমার দনি দোয়া, যকিরি ও ইবাদতরে দনি; যমেন- গোসল করা, আগে আগে নামাযে যাওয়া, নামাযরে জন্য অপক্ষো করা, খোতবা শুনা, নামাযরে পর বশেি বশেি যকিরি করা; যহেতেু আল্লাহ্ তাআলার বাণীতে এসছে: ‘অতঃপর সালাত শষে হলে তোমেরা যমীনে ছড়য়িে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর ও আল্লহকে বশেি বশেি স্মরণ কর; যাতে করে তোমেরা সফলকাম হও।’[সূরা জুমুআ’; আয়াত: ১০] এগুলো ছাড়া সইে দনিে আরও যসেব ইবাদত রয়ছে। তাই সইেদনি রোযা না-রাখা মুস্তাহাব। যাতে করে এই সব আমল পালনে অপক্ষোকৃত সহায়ক হয় এবং উদ্দীপনাসহ, প্রফুল্লচত্তি, মজা করে আদায় করা যায়; ত্যক্ত-বরিক্তি না আস। এটি হাজীর জন্য আরাফার দনিরে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কনেনা একই গূঢ়রহস্যরে কারণে হাজীর জন্য রোযা না-রাখা সুন্নত...। এটাই জুমার দনিে

এককভাবে রোযা না-রাখার নর্িভরযোগ্য গূঢ়রহস্য।”

কারো কারো মত: এই নষিধোজ্ঞার কারণ হলো— এই দনিকে মর্যাদা দয়োর ক্ষত্রেে বাড়াবাড়তিে লপ্তি হওয়ার আশংকা; যাতে করে জুমার দনি দ্বারা পরীক্ষায় ফলো না হয়; যভোবে ইহুদীদরেকে শনবিাররে মাধ্যমে পরীক্ষায় ফলো হয়ছে। এই অভমিত দুর্বল এবং জুমার নামায ও অন্যান্য জুমার দনিরে আমলগুলো ও জুমার দনিকে মর্যাদা দয়োর মাধ্যমে এই অভমিত অপনোদতি।

কারো কারো মত: নষিধোজ্ঞার কারণ হলো— যাতে করে এই রোযা রাখাকে কউে ওয়াজবি বশ্বিাস না করে ফলে। এটওি দুর্বল অভমিত এবং সোমবাররে মাধ্যমে এটি অপনোদতি। যহেতেু সোমবারে রোযা রাখা মুস্তাহাব। সুতরাং এই দূরবর্তী সম্ভাবনার দকিে ভ্রুক্ষপে করা যাবে না। এবং আরাফার দনি, আশুরার দনি ও অন্যান্য দনিরে মাধ্যমওে অপনোদতি। সঠকি হলো যা আমরা পূর্বে উল্লখে করছে।[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।